গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জকিগঞ্জ রোড, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট
Email: sylhet@dnc.gov.bd

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	শেখ রাসেল হাসান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট
সভার তারিখ	১০ ডিসেম্বর ২০২৩
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত সদস্য/প্রতিনিধির হাজিরা তালিকা "পরিশিষ্ট-ক"দ্রষ্টব্য

সভাপতি জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, সিলেট এর উপপরিচালক বিগত সভার কার্যবিবরনী পাঠ করে শুনান এবং তাতে কোন সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার কার্যসূচী অনুযায়ী নভেম্বর/২০২৩ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক উদঘাটিত মামলার তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

০২। উদঘাটিত মামলার বিবরনী:

সংস্থার নাম	নভেম্বর/২০২৩						অক্টোবর/২০২৩					
	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা			আসামীর সংখ্যা		অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা			আসামীর সংখ্যা	
		নিয়মিত	মোবাইল কোর্ট	মোট	গ্রেফ:	পলা:		নিয়মিত	মোবাইল কোর্ট	মোট	গ্রেফ:	পলা:
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর(গোয়েন্দা সহ)	১২৩	১৮	১২	৩০	২৫	০৫	১২৩	১৬	১২	২৮	২৮	-
সিলেট মেট্রো পলিটন পুলিশ	১২	১২	-	১২	১২		১৬	১৬	-	১৬	১৬	
সিলেট জেলা পুলিশ	৫০	১৫	-	১৫	১৫	-	৫০	১৭	-	১৭	১৭	-
র‌্যাব	০১	০১	-	০২	০২	-	-	-	-	০১	০১	-
বিজিবি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিলেট রেলওয়ে থানা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

০৩। নভেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত তদন্তাধীন মামলার পরিসংখ্যান:

বিগত মাসের জের	আলোচ্য মাসে দায়ের	মোট	আলোচ্য মাসে অভিযোগপত্র দাখিল	তদন্তাধীন	মন্তব্য
২১	১২	৪৩	১৫	১৮	

০৪। নভেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার পরিসংখ্যান:

বিগত মাসের জের	আলোচ্য মাসে অভিযোগপত্র দাখিল	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলা			পেন্ডিংবিচারাধীন মামলা		
			সাজা	খালাস	মোট	দায়রা জজ আদালত	ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	মোট
১৩০০	১৫	১৩০৫	-	০৫	০৫	৪২৮	৮৮২	১৩১০

আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০৫। মাদকবিরোধী অভিযান ও মামলা উদঘাটন প্রসংগে: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, সিলেট এর উপপরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত নভেম্বর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, সিলেট মহানগরীসহ জেলার সকল মাদকপ্রবণ স্থানে নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও বিস্তার রোধে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সীমান্ত দিয়ে যাতে কোন প্রকার মাদক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জেলার মাদকপ্রবণ জকিগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও বিয়ানীবাজার সীমান্তে নজরদারী ও টহল আরো জোরদার করার জন্য সভাপতি বিজিবিকে অনুরোধ জানান। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, গোলাপগঞ্জ বলেন, উপজেলার হেতিমগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন হাটবাজারে প্রায়ই মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান আরো বাড়ানোর জন্য সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দকে নিজ নিজ উপজেলায় আরো বেশী করে মাদক বিরোধী মোবাইল কোর্ট ও টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনাসহ মাদকের তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রাম পুলিশদের কাজে লাগানোর অনুরোধ জানান। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর পাশাপাশি সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স মনোভাব নিয়ে প্রত্যক মাসে জেলার প্রতিটি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সীমান্তবর্তী উপজেলাসমূহে চেক পোস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ২। জেলার সকল মাদকপ্রবণ এলাকা ও মাদক স্পটে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। সিলেট মহানগরীর মাদকপ্রবণ এলাকাসহ জেলার সকল উপজেলায় নিয়মিত মাদকবিরোধী মোবাইল কোর্ট ও টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪। সীমান্তে মাদক চোরাচালান বন্ধে বিজিবির নজরদারী ও টহল আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ৫। সীমান্তবর্তী উপজেলা সমূহে নিয়মিত মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	১. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ২. পুলিশ সুপার, সিলেট ৩. অধিনায়ক, ১৯/৪৮/৫২, বিজিবি, সিলেট ৪.উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট ৫.উপপরিচালক, মানিঅ ,সিলেট ৬.সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, সিলেট ৭. অফিসার ইনচার্জ, জিআরপি থানা, সিলেট

০৬। মামলা তদন্ত ও বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান প্রসংগে: সভাপতি বলেন প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যতটি মামলা দায়ের হচ্ছে বিজ্ঞ আদালতে ততটি মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না ফলে দিন দিন বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ অবস্থা নিরসনকল্পে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্ত সম্পন্ন করাসহ সাক্ষীরা যাতে নিয়মিত বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন তা নিশ্চিত করণের জন্য অনুরোধ করেন।	১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার তদন্ত সমাপ্ত করতে হবে। ২। সাক্ষীরা যাতে নিয়মিত বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	১. পুলিশ কমিশনার, এস এম পি, সিলেট ২. পুলিশ সুপার, সিলেট ৩. উপপরিচালক, মানিঅ ,সিলেট
০৭। মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার প্রসংগে: সভাপতি বলেন, মাদকের অপব্যবহার রোধে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। একমাত্র সচেতনতাই মাদকের চাহিদা হ্রাসে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও সরকারি সকল দপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট কে অনুরোধ করেন। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাদেরকে তাদের আয়োজিত প্রশিক্ষণে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক ক্লাসের আয়োজন অব্যাহত রাখাসহ সকল ধরণের সভায় মাদকবিরোধী বক্তব্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অনুরোধ জনান। এছাড়া জেলখানায় আটক বন্দীদের মধ্যে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্তে প্রত্যেক মাসে কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দীদের নিয়ে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা আয়োজন ও ভিডিও প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জনান। সভাপতি বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা অন্য কোন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা শুধুমাত্র অপরাধ দমন কার্যক্রম চালিয়ে মাদক নির্মুল করা সম্ভব নয়, সকলের প্রচেষ্টায় ব্যাপক গণসচেতনতার মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব। তিনি জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুধীজন, ধর্মীয় নেতা বিশেষ করে মসজিদের ইমাম, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।	১। মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান জোরদার করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও সরকারি সকল দপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটি কর্তৃক স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করতে হবে। ৩। কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং বিভিন্ন মাদকপ্রবণ স্থানে নিয়মিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক শর্ট ফিল্মস, সিনেমা স্লাইড ও নাটিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ৪। জেলার সকল মসজিদে জুম্মার নামাজের খুৎবার পূর্বে মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য ইমামদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ৫। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিআরডিবি, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং আনসার ও ভিডিপিসহ জেলার সকল সরকারী অফিসে আয়োজিত প্রশিক্ষণে মাদকের কুফল ও এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে ক্লাসের আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	১. পুলিশ সুপার, সিলেট ২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),সিলেট ৩.উপপরিচালক, মানিঅ, সিলেট ৪.উপপরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ সমাজসেবা অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট ৫. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, সিলেট ৬. উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, সিলেট ৭. সিনিয়র জেল সুপার, কেন্দ্রীয় কারাগার-১, সিলেট ৮. জেলা শিক্ষা অফিসার সিলেট
০৮। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র: উপপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভায় জানান, সিলেট জেলায় কোন সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই তবে ০৭ (সাত) টি লাইসেন্স প্রাপ্ত বেসরকারী	১। লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। ২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	১. সিভিল সার্জন, সিলেট ২. উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট

নিরাময় কেন্দ্র আছে। উক্ত কেন্দ্র সমূহে চিকিৎসাধীন রোগীদের যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়নের নিমিত্তে নিয়মিত মনিটরিং-এর জন্য জেলা মনিটরিং কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি, জেলা মনিটরিং কমিটির (মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র) সদস্যদের নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান।		৩। জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য (সকল)

০৯। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৯/০১/২০২৪

শেখ রাসেল হাসান
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট
০২৯৯৬৬৩২১৯০
dcsylhet@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.৯১০০.০০০.১৬.০০১.২২- ৪৫

তারিখ: ০৯/০১/২০২৪ ইং

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;

২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট;

৩। পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট;

৪। পুলিশ সুপার, সিলেট;

৫। অধিনায়ক, ১৯/৪৮/৫২ বিজিবি, সিলেট;

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট;

৭। সিভিল সার্জন, সিলেট;

৮। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট;

৯। উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সিলেট;

১০। জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, সিলেট;

১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার...(সকল), সিলেট;

১২। উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, সিলেট;

১৩। উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট;

১৪। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;

১৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, সিলেট;

১৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিলেট;

১৭। উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সিলেট;

১৮। জেলা ক্রিড়া অফিসার, সিলেট;

১৯। জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সিলেট;

২০। জনাব মো: নিজাম উদ্দিন, বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, সিলেট;

২১। জনাব নওশাদ আহমেদ চৌধুরী, বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, মহানগর দায়রা জজ আদালত, সিলেট;

২২। অফিসার ইনচার্জ, জিআরপি রেলওয়ে, সিলেট;

২৩। স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট;

২৪। সভাপতি, প্রেস ক্লাব, সিলেট;

২৫। এ্যাডভোকেট শাহ সাহেদা আখতার, বিভাগীয় সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), সিলেট;

২৬। জনাব আফতাব চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট, সিলেট;

২৭। এ্যাডভোকেট রোকসানা বেগম শাহনাজ, কাউন্সিলর, ২৫, ২৬, ২৭ নম্বর ওয়ার্ড, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট;

২৮। জনাব জামিল চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীন জনকল্যান সংসদ, উপশহর, সিলেট;

২৯। জনাব রকিব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, সিলেট জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট এবং

৩০। জনাব, ...।

(মলয় ভূষণ চক্রবর্তী)
উপ-পরিচালক
ফোন ঃ ০২৯৯৬৬৪৩৩১৪